গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সেতু বিভাগ
প্রশাসন শাখা

মিঠামইন সদর থেকে সেনানিবাস হয়ে করিমগঞ্জ উপজেলার মরিচখালী বাজার এর পশ্চিমে সংযোগ স্থাপনকারী উড়াল সড়ক নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন শীর্ষক প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অংশীজনদের সাথে অবহিতকরণ সভা।

সভাপতি	মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক সচিব
সভার তারিখ	৩১ আগস্ট ২০২১
সভার সময়	সকাল ১১ টা
স্থান	মরিচখালী, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। তিনি উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে স্ব স্ব পরিচিতি তুলে ধরার জন্য অনুরোধ করেন। পরিচিতি পর্বের পর সভাপতি সভার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বলেন যে, সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং অংশীজনের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সভায় সাধারণত প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমাধানে করনীয়সহ সার্বিক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়ে থাকে। এ পর্যায়ে সভাপতি অদ্যকার সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী উপস্থাপন করার জন্য জনাব আলতাফ হোসেন সেখ, অতিরিক্ত পরিচালক(পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে তিনি সভাটি সঞ্চালনা করেন এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা(অঃদাঃ) করিমগঞ্জকে স্বাগত বক্তব্য দেয়ার জন্য আহবান জানান।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা(অঃদাঃ), করিমগঞ্জ জনাব মোঃ আবু রিয়াদ স্বাগত বক্তব্য দেন। বক্তব্যের শুরুতে তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ১৫ই আগষ্টের সকল শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন, অষ্টগ্রাম, ইটনা ও নিকলী উপজেলা হাওর অঞ্চল বিধায় বর্ষাকালে পানি উঠায় কিশোরগঞ্জ সদরের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব আব্দুল হামিদ মহোদয় হাওর অঞ্চলের জনগণের যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধার্থে উড়াল সড়ক নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছেন। স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্যগণ এ উদ্যোগে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। এ উড়াল সড়ক বাস্তবায়ন হলে হাওর অঞ্চেলের যোগাযোগ ব্যবস্থার পাশাপাশি এ অঞ্চেলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে এবং পর্যটন শিল্প এগিয়ে যাবে।

উড়াল সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের পরামর্শক বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক খান মোঃ আমানত প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা সভায় উপস্থাপন করেন। মিঠামইন হতে নাকভাঙ্গা পর্যন্ত রাস্তা প্রশস্তকরণের জন্য ৭২.৫৮ একর এবং এলিভেটেড অংশের জন্য ৫৬ একর সহ মোট ১২৮.৫৮ একর জমি অধিগ্রহণ করা হবে। ২৫ টি মৌজায় অধিগ্রহণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে এবং ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সংখ্যা ১১৩২টি। প্রকল্প এলাকার কিছু সামাজিক প্রতিষ্ঠান যথাঃ চারটি মসজিদের স্থানান্তর ও পুন:নির্মাণের প্রয়োজন হবে।

বিশিষ্ট ছাত্রনেতা আনোয়ার হোসেন মোল্লা মরিচখালীতে উড়াল সড়কের রুট করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। গুণধর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাজমুস সাকিব বলেন এ অবহিতকরণ সভা প্রমাণ করলো যে, হাওরে উড়াল সড়কটি হবে। উড়াল সড়ক নির্মাণে গুণধর ইউনিয়নবাসী সার্বিক সহোযোগিতা করবে। জমির ক্ষতিপূরনের ক্ষেত্রে মৌজা রেট কম হওয়ায় কৃষকদের কথা চিন্তা করে ন্যায্য

মূল্য প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে অনুরোধ জানান। ভাটিগঙ্গা গ্রামের সাথে উড়াল সড়কটিকে সংযুক্ত করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

মিঠামইন সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শরীফ কামাল বলেন, ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম ৩০ কিঃমিঃ অল ওয়েদার রোড নির্মাণের ফলে হাওর অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পর্যটন শিল্পের উন্নতি হয়েছে। উড়াল সড়ক নির্মাণ করা হলে করিমগঞ্জের আরও উন্নতি হবে। দামপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবু তাহের বলেন সংযোগ সড়ক নির্মাণ হলে পাশ্ববর্তী জমির মূল্য বাড়বে। নিকলী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এ এম রুহুল কুদ্দুস ভূঁইয়া বলেন, নিকলী উপজেলার ৫টি মৌজার ২৭ একর জমি অধিগ্রহণ করা হবে। উড়াল সড়কের ফলে কৃষি অর্থনীতি ও পর্যটন শিল্পের বিকাশ হবে। করিমগঞ্জ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নাসিরুল ইসলাম খান বলেন, উড়াল সড়ক নির্মাণ হলে ভাটি অঞ্চলে কক্সবাজারের মত পর্যটন বিকাশ হবে।

পুলিশ সুপার মোঃ মাসরুকুর রহমান খালেদ,বিপিএম (বার) বলেন, উক্ত কর্মপরিকল্পনার ফলে কাজের অর্ধেক সম্পন্ন হয়ে গেছে। এখন বাকি কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে। বৃহত্তর উন্নতির জন্য এ মূহুর্তে সবাইকে কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। উক্ত প্রকল্প গ্রহণের জন্য তিনি সেতু বিভাগকে ধন্যবাদ জানান।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান প্রকৌশলী কাজী মোঃ ফেরদৌস বলেন, কিশোরগঞ্জ- ৪ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব রেজওয়ান আহাম্মদ তৌফিক উক্ত উড়াল সড়ক নির্মাণের জন্য অনানুষ্ঠানিক পত্রের মাধ্যমে সর্বপ্রথম প্রস্তাব প্রদান করেন। সে প্রেক্ষিতে ১৩.৮ কিঃমিঃ উড়াল সড়ক নির্মাণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতোপূর্বে গঙ্গাটিয়ায় অংশীজন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অংশীজনদের মতামতের ভিত্তিতে এলাইনমেন্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে। জমির মূল্যের বাইরেও পুনর্বাসন প্যাকেজের আওতায় ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তা করা হবে।

জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ শামীম আলম বলেন, অনগ্রসর এলাকায় উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দিতে সরকার বদ্ধ পরিকর। ডিসি অফিসের অধিগ্রহণ শাখায় জনবল কম। ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে সার্ভেয়ারসহ বিভিন্ন পদে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্থদের দ্রুত চেক প্রদান করা সম্ভব হবে মর্মে তিনি আশা প্রকাশ করেন। প্রয়োজনবোধে হাওর এলাকায় গিয়ে চেক প্রদান করা হবে। ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে কোন দুর্নীতির অভিযোগ গেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

কিশোরগঞ্জ- ৪ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য এবং সভার বিশেষ অতিথি জনাব রেজওয়ান আহাম্মদ তৌফিক বলেন, ভাটি এলাকা হলো মেঘনা নদীর বেসিন। ভারতের বিভিন্ন এলাকার বৃষ্টির পানি হাওর দিয়ে মেঘনা নদীতে পড়ে। এ এলাকায় এক সময় হাঁটার মতো কোন রাস্তা ছিল না। এখন সাবমার্জ রোড, অল ওয়েদার রোড হয়েছে। উড়াল সড়ক নির্মাণ হলে বিচ্ছিন্ন তিনটা উপজেলা কিশোরগঞ্জ সদরের সাথে সংযুক্ত হবে। এজন্য জনগণের শতভাগ সহযোগিতার প্রয়োজন। গঙ্গাটিয়ায় একটি ব্রীজ দরকার, তাহলে সুতাদিয়ার সাথে সংযোগ স্থাপিত হবে। মিঠামইনে জনগণ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার পূর্বেই জমি প্রকল্পের কাজের জন্য হস্তান্তর করেছেন। আপনারাও কাজের স্বার্থে জমি হস্তান্তর করবেন বলে আশা করি।

কিশোরগঞ্জ- ৩ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য এবং প্রধান অতিথি জনাব মোঃ মুজিবুল হক বলেন উড়াল সড়ক একটি কল্পনার বিষয় ছিল। এজন্য জমির বিষয়ে কোন সমস্যা হবে না। উড়াল সড়কের নিচের জমি যাতে ক্ষতিগ্রস্থরা কৃষিকাজ করতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি রাখার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান। ক্ষতিগ্রস্থরা যাতে নির্বিঘ্নে জমির ক্ষতিরপূরণ পায় সেজন্য তিনি জেলা প্রশাসককে অনুরোধ জানান।

সেতু বিভাগের সচিব জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক বলেন, মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ মহোদয়ের নির্দেশে উড়াল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোঃপূর্বে ছয় বার ষ্টেকহোল্ডার মিটিং হয়েছে। এটি উড়াল সড়ক প্রকল্পের শেষ ষ্টেক হোল্ডার মিটিং। স্থানীয় সরকারের প্রকৌশল অধিদপ্তর নাকভাঙ্গা থেকে মরিচখালী পর্যন্ত রাস্তা সম্প্রসারণ করবে এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

মরিচখালী থেকে মিঠামইন পর্যন্ত উড়াল সড়ক নির্মাণ করবে। জনগণের প্রতি মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ভালোবাসার প্রতিদান আমরা দেখতে চাই। কিশোরগঞ্জ জেলায় করোনা মহামারীতে মৃত ব্যক্তিবর্গের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১	উন্নয়নের স্বার্থে ভূমির মালিকদের জমি প্রদানে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ সার্বিক সহযোগিতা করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	জেলা প্রশাসন, কিশোরগঞ্জ।
২	জমির মালিকদের বিধিমোতাবেক জমির ন্যায্যমূল্য প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।	জেলা প্রশাসন, কিশোরগঞ্জ।
৩	জমির মালিকদের দ্রুত চেকপ্রদান করতে হবে। প্রয়োজনবোধে হাওর এলাকায় এসে ক্ষতিপুরনের চেক প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	জেলা প্রশাসন, কিশোরগঞ্জ।
৪	ক্ষতিগ্রস্তদের বিধিমোতাবেক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।	পরিচালক(প্রশাসন), প্রধান প্রকৌশলী , বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।
৫	মসজিদসহ অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহ স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণের ব্যবস্থা নিতে হবে।	পরিচালক(প্রশাসন), প্রধান প্রকৌশলী , বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং জেলা প্রশাসন, কিশোরগঞ্জ।

পরিশেষে আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় এই কোভিড পরিস্থিতিতে সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫০.০০.০০০০.২০১.৩৭.০৭৬.১৪.৪০০

তারিখ: ৪ আশ্বিন ১৪২৮
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) নির্বাহী পরিচালক, নির্বাহী পরিচালক এর দপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
২) পরিচালক, পরিচালক (প্রশাসন) এর দপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
৩) পরিচালক, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) এর দপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
৪) যুগ্ম-সচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ , সেতু বিভাগ
৫) যুগ্মসচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ , সেতু বিভাগ
৬) পরিচালক, পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) এর দপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
৭) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী এর দপ্তর , বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
৮) উপসচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, সেতু বিভাগ

৯) উপ-সচিব, বাজেট অধিশাখা, সেতু বিভাগ

১০) একান্ত সচিব, সচিব এর দপ্তর, সেতু বিভাগ

১১) প্রোগ্রামার, প্রশাসন শাখা, সেতু বিভাগ

১২) সহকারী সচিব, প্রশাসন শাখা, সেতু বিভাগ

মোহাম্মদ আনোয়ারুল নাসের
উপসচিব